মুখোশ - ৩
(বিবর্ণ মুখচ্ছবি)

মুখোশ লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কয়েকদিন সময় নিয়ে ভেবেছি। এটা কতটা নৈতিকতার প্রশ্ন তুলবে আর কতটা পাঠকদের কাছে গ্রহন যোগ্য হবে। সম্পাদনার সুবিধা হচ্ছে - প্রচুর মানুষের সাথে যোগাযোগ আর প্রচুর তথ্য। সব পাঠকতো এ সব পায় না - অনেক পাঠক জানতে চায় লেখকদের পরিচয়। ছদ্মনামের লেখকরা সাধারনত একটা নাম দিয়ে লেখেন যাতে পাঠকরাও অভ্যস্ত হয়ে যান - তাদের লেখার ভাব-ভাষা - দর্শন - একনকি শব্দ চয়নও পাঠকদের কাছে পরিষ্কার থাকে। পাঠকরা তখনই বিভ্রান্ত হন - যখন দেখেন হঠাৎ করে একজন নতুন ও আনকোরা লেখক এসে অনেক পরিনত লেখকের ভাষায় কথা বলা শুরু করে দিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সব হঠাৎ লেখকরা বিশেষ মানুষকে বা লেখককে আক্রমন করার উদ্দেশ্যে লেখেন - পরে আর এদের পাত্তা পাওয়া যায় না। যখন এ প্রথম দিকে এ সব দেখতাম -ভাবতাম কত মানুষ এ রকম সুপ্ত প্রতিভা নিয়ে বসে আছে - শুধু মাত্র একটা মনমতো লেখা পেলেই তাদের কলম থেকে ঝরঝর করে কালি বেরুতে শুরু করে। কালক্রমে জানলাম না - হঠাৎ গজানো লেখকরা আসলে নতুন কেহ না - আমাদের পরিচিত জনদেরই মুখোশাবৃত রূপ । তখন সিদ্ধান্ত নিলাম - পাঠকদের অবশ্যই জানার অধিকার আছে - মুখোশের পিছনের চেহারা গুলি আসলে কাদের। পাঠক, একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন - ছদ্ম নামের লেখকদের নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা নেই - সমস্যা হচ্ছে - মুখোশধারীদের নিয়ে । যা হোক - প্রাথমিক ভাবে তিনজন মুখোশধারীর তথ্যনিয়ে কাজ শুরু করলেও হঠাৎ করে আরো মুখোশের সন্ধান পাওয়ায় আরো বেশী লিখতে হচ্ছে বলে আমি কিছুটা বিব্রতও বটে - সম্পাদক হিসাবে বেশী যায়গা নিয়ে নিচ্ছি না তো?

মুখোশ - ২ প্রকাশের পর বেশ কিছু মেইল পাই, তার মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে দু'ধরনের মতই ছিল। তবে যে মজার ঘটনাটা ঘটেছে তা হচ্ছে "ভিন্নমতে"। সেখানে মুখোশ - ২ পোষ্ট করা হয়েছে সেখানে সম্পাদক আমার কোন অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। লেখকের অনুমোদন ব্যতিরেকে লেখা পোষ্ট করা বা শিরনাম বদলানো যে অনৈতিক তা বোধ হয় মুক্তমনাদের অভিধানে নেই। না হলে আমার লেখাটা বিনা আনুমতিতে পোষ্ট করার পর মেইল করে লেখা নামানোর জন্যে অনুরোধ করার পরও তা না করার পিছনে তার নিশ্চয় কোন রেশনাল কারন আছে - যা হয়তোবা মুক্তমনা না হলে বুঝা যাবে না। আর শিরনাম - আচ্ছা পাঠক, কবি শামসুর রাহমান কি - " সিতাংশু ও দিগন্তরা" নামে কোন কবিতা লিখে ছিলেন? মনে হচ্ছে কুদ্দুস খান এন্ড কোং অধীনে কবি শামসুর রাহমান আরেক জন মুক্তমনার সাথে যৌথ ভাবে কবিতা লেখা শুরু করেছেন যার প্রথম প্রয়াস - " সিতাংশু ও দিগন্তরা"।

যা হোক মুল বিষয়ে আসা যাক। একজন হিন্দু পুরোহিতের নামের আড়ালে আমাকে মুখোশ উন্মোচনের থেকে বিরত থাকার জন্যে পরামর্শ দিয়েছেন। ভাষা আর ভঙ্গীতে মনে হচ্ছে আপনাকে চিনেছি - মনে হচ্ছে নামের আগে একটা ডক্টরেট আছে। যা হোক যথা সময়ে পাঠকদের সামনে আপনি হাজির হবেন। এখন আপনাকে পুরোহিত হিসাবে ধরে নিয়ে বলি - আপনার ধর্মে কি প্রতারনা করার কোন সুযোগ আছে? নাই। তবে কেন দয়া করে মুখোশধারীদের প্রতারনা থেকে বিরত থাকার কথা বলেন না কেন? তা হলেইতো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

কুদ্দুস খান অনৈতিক ভাবে আমার লেখাটা পোষ্ট করেছেন - একজন মুখোশধারীর সাফল্যজনক অবতরনের ক্ষেত্র তৈরী করার জন্যে। সে হচ্ছেন "রুদ্র মোহাম্মদ"। পাঠক, এতো সহজে যে এ মুখোশটা খুলে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। সে কথাই আজ বলবো। তবে আগে আলোচ্য লেখাটার বিষয়ে একটু আলাপ করা যাক এবং আশা করি পাঠক এ আলাপে মধ্যে মুখোশের পিছনের "বিবর্ন মুখমন্ডল"টাকে দেখতে পাবেন।

লেখার শিরনাম "সদালাপ ও সুবিধাবাদ", লেখক রুদ্র মোহাম্মদ। মজার বিষয় হচ্ছে লেখার শুরুতে নামটা শুধু রুদ্র লেখা কিন্তু লিঙ্কের শিরনামে "রুদ্র মোহাম্মদ"। এ মোহাম্মদ আসল কোথা থেকে? ভিন্নমতের পাঠকরা কোন কালে "রুদ্র" বা "রুদ্র মোহাম্মদ" নামে কোন লেখকের নাম শোনেনি। এক মাত্র কুদ্দুস খান জানেন - রুদ্র হচ্ছেন রুদ্র মোহাম্মদ।

এবার আসি নাম করনের ক্ষেত্রে। সদালাপ ও সুবিধাবাদ। এটা এসেছে আমার লেখা "মুক্তমন ও মৌলবাদ" (কুদ্দুস খানের বদৌলতে মুন্তমনা ও মৌলবাদ) এর বিপরীত অবস্থান থেকে । সদালাপের সাথে সুবিধাবাদের কি সম্পর্ক তা কিন্তু লেখক তার ১২ পৃষ্টা লেখায় কোথাও বলেন নি। অনেক খোজাখুজি করে একজন মুক্তমনার লেখা থেকে দেখলাম সুবিধাবাদ সম্পর্কে তার একটা নিজস্ব সংগা আছে তা হলো -

যেখানে প্রতিনিয়ত প্রগতিশীলতার সাথে অন্ধবিশ্বাসের সংহাত, মানবতাবাদের সাথে রক্ষণশীলতার সংঘাত, ধর্মান্ধতার সাথে সৃষ্টিশীলতার সংঘাত, সেখানে 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গি আসলে আমাদের চোখে এক ধরনের সুবিধাবাদ। আর তাছাড়া, এ জগতে কেই বা নিরপেক্ষ?

সদালাপের উপর লেখকের রাগটা কিসের? সদালাপ কি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিচ্ছে ? এ সমস্ত কোন আলোচনাই এ লেখায় নেই। তবে কেন এ লেখার অবতারনা? সেটা লেখার প্রথম লাইন থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"সাহস থাইকলে (?) ... লেখাডা রাইখ্যা দিবার পারেন" - কি ভাবে, লেখাটা সদালাপে পাঠান । সেটা তো সম্ভব নয়, কারন ইমেল করতে হবে - তাতে কিছুটা হলেও পরিচয় বেরিয়ে যাবে। সাহসের অভাব কিন্তু আমাদের নেই- অভাব মুখোশের আড়ালের মুখটার।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, রুদ্র নামধারী ব্যাক্তি আর যাই হোক - কোন ভাবেই ঢাকার লোক নয়। লেখার ২য় শব্দটা লক্ষ্য করুন "থাইকলে"- এটা কোনভাবেই ঢাকার মানুষ ব্যবহার করেন না, উত্তরবঙ্গের একটা জেলার মানুষ ব্যবহার করেন এ শব্দটা যা আগের সংগা প্রদানকারী মুক্তমনার জেলা বলে জানা যায়। সমস্যা হচ্ছে বুয়েটে পড়ার সুবাদে ঢাকার আদিবাসিন্দাদের ভাষাটা অনেকে শিখে ফেলেছেন মনে করেন কিন্তু সম্পূর্নটা আয়ত্বে আনা কিন্তু কঠিন। পুরো লেখাটাকে ঢাকার আদিবাসিন্দাদের ভাষায় লিখে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টার মাধ্যমে মূলত লেখক একটা জনগোষ্টীর মাতৃভাষাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। আর বর্ণসফট ডাউন লোড করার পর লেখা শুরু করে দিলেন - এটা কি বিশ্বাস যোগ্য? যারা বাংলা টাইপ করেন - তারা ভাল বলতে পারবেন। কেন লেখক এ মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে লুকালেন? কারনটা পরিষ্কার, দীর্ঘ ছয় মাস আগে লেখাটাকে মিথ্যা প্রমান করার মতো কোন অবস্থা তখন ছিল না। সে লেখার আলোকে পরবর্তীতে মুক্তমনায় অনেক পরিবর্তন - পরিবর্ধন করা হয়। এ লক্ষ্যে অভিজিৎ রায় বেশী সময় দিতে থাকেন - মুসলমানদের সাথে সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরোধীতা করে লিখা পোষ্ট হতে থাকে, অভিজিং রায় মুক্তমনার ভাবমূর্তি আগের যায়গায় আনার জন্যে মুক্তচিন্তা সহ আরো অনেক ওয়েব গ্রুপে এগ্রেসিভ ক্যাম্পেইন করতে থাকেন। পরে এ লেখাটা লেখা হয় যাতে "ব্যালেন্স" কথাটা প্রমান করা যায়। মূলতঃ যদি পাঠক "মুক্তমন ও মৌলবাদ " কষ্টকরে পড়েন দেখতে পাবেন গত জানুয়ারী/০৩ এ মুক্তমনা কি অবস্থায় ছিল - যা মুসলমানদের বিরোধী ওয়েব পেজ ছাড়া কিছুই না। তখন অভিজিং রায় বলেছিলেন - আমি না, রাহুল গুপ্তা এ সব দেখাশুনা করে এবং রাহুল গুপ্তা কখনও নিজেকে 'নাস্তিক' বলে দাবী করেন নি । মুক্তমনার এ পরিবর্তনটা আমাদের কাংখিত ছিল - এর জন্যে অভিজিৎ রায় অবশ্যই ধন্যবাদ পেতেন - এ জন্যে এ ধরনের ছেলেমানুষি করার দরকার ছিল না। জানুয়ারীর সত্যকে সেপ্টেম্বরে মিথ্যা প্রমান করে " বিচার পতি জিয়ার" বিচার করার দরকার হবে না - যদি নিজেরা নিজেদের কথা আর কাজের মধ্যে মিল রাখেন।

এবার আসুন, আসলে লেখার বিষয় বস্তুটা দেখি। বিষয় বস্তু হচ্ছে মূলত দুটা। প্রথমতঃ মুক্তমনা ওয়েব পেজটা কতটা নিরপেক্ষ তা প্রচার করা আর জিয়ার বিশ্লেষন মিথ্যা তা প্রমান করা। দ্বিতীয়তঃ দিগন্ত বড়ুয়া আর কামরান মির্যা (কে চৌধুরী / খোরশেদ আলম চৌধুরী) নামক দু'জন ইসলাম বিদ্বেষীকে সমর্থন করা। প্রথমটাকে যদি যাই- একজন মানুষের পক্ষে প্রথম দর্শনে মুক্তমনার এতো বিস্তারিত জানা সম্ভব কি? না। তবে কে মুক্তমনার ভাবমূর্তির বিষয়ে এতো চিন্তিত, কে মুন্তমনাকে এতো কাছের থেকে দেখেন? দ্বিতীয় বিষয়টা লেখকের মনের ভাব পরিষ্কার করেছে। এটা মুন্তমনা আর ভিন্নমতের সামপ্রতিক লেখায় চোখ বুলালে পরিষ্কার হবে কে এ ধরনের মনোভাব পোষন করেন। আরো কিছু বিষয় এ লেখায় আছে - যেমন কলকাতার বাঙালীরা বাংলাদেশের বাঙালীদের থেকে ভাল (মেয়েদের বুকে হাত দেয় না) বা বাঙালীরা ভীত কারন চোখের দিকে তাকায় না। বাংলাদেশের একদল মানুষ সবসময় বিশ্বাস করেন 'কলকাতা' হচ্ছে তাদের স্বর্গ - এটা নতুন কিছু না। নিজের দেশ এবং দেশের মানুষ সম্পর্কে হীনমন্যতা থাকলে এ রকমটা ভাবা কঠিন নয়।

ছদ্ম নাম সম্পর্কে তিনি আমাদের পড়াশুনা করার পরামর্শ দিয়েছেন - আচছা বলুন তো শরৎচন্দ্র কি সকালে সরলাদেবীর নামে লিখে বিকালে তার পক্ষে গুণকীর্তন করেছে? আপনিতো তা করলেন।

যা হোক এবার আগের বিষয়ে আসি। রুদ্র নামের মুখোশখারীর আড়ালে আসলে কে। পাঠক আসুন দেখি আমাদের পরিচিত কারও দর্শন - ভাব- ভাষা এ লেখার সাথে মিলে কি না?

কয়েকটা পয়েন্ট বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়ঃ

১) রুদ্র বা রুদ্র মোহাম্মদ কি ঢাকার আদি বাসিন্দা - না। সুতরাং সে মুখোশের আড়ালে একজন পরিচিত মানুষ, যিনি তার আলোচ্য লেখার মতামত আমাদের আগেও বিভিন্ন বিভিন্ন লেখায় বলেছেন । (যেমন মেঘধুতের ইংরেজী অনুবাদ প্রসঙ্গ)।

২) মুক্তমনার ভাবমূর্তির বিষয়ে কে বেশি চিন্তত? কে মুক্তমনাকে নাস্তিকদের ফোরাম হিসাব দেখাতে চায়? কে শুধু মাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে না লিখে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে লিখতে পাঠকদের রুদ্রের মতো উৎসাহিত করেন? অভিজিৎ রায়।

৩) কেন পুরো লেখায় জিয়াউদ্দিনের নাম বারবার এসেছে ? কারন লেখাটা আসলে "মুক্তমন ও মৌলবাদ" লেখার প্রতিউত্তর, যার লেখক জিয়াউদ্দিন। কে জিয়াউদ্দিনের লেখায় বেশী আঘাত পেয়েছেন? মুক্তমনার নাস্তিক নামধারী সম্পাদক অভিজিৎ রায়, যিনি নিজেকে মুসলমান বিদ্বেশী পরিচয় দিতে সবচেয়ে বিব্রত বোধ করেন। যিনি সত্য বিব্রত হয়েছিলেন "মুক্তমন ও মৌলবাদ" লেখায় আলোকে মুক্তমনার প্রকৃত চেহারা দর্শনে। তারপর ভাবমূর্তি উদ্ধারের প্রজেক্ট শেষ হোয়ার পর জিয়াউদ্দিনকে এক হাত নেওয়ার চেষ্টা করতে দোষ কি?

৪) কার পক্ষে কোন ওয়েব সাইট থেকে নয় পৃষ্ঠা কাট -পেষ্ট করা সম্ভব ? যিনি ওয়েব পেজের সার্বিক বিষয়টা জানেন বা সময় করে পুরো ওয়েব সাইটকে তন্ন তন্ন করে পড়েন। এ রকম সময় আর ইচ্ছা আর কারও হবে বলে মনে হয় না । তবে বাকী থাকে কে? যিনি ওয়েব পেজটাকে আপডেট করেন - তার পক্ষে সব খোজ রাখা সম্ভব। আবারো এসে যাচ্ছে অভিজিৎ রায়ের নাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তিনি বলছেন ঃ

কোন ছদ্দ নামে আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। আমার চোখে কোরাণ ও যা, বেদ ও তাই। স্রেফ মুসলিমদের শায়েস্তা করার জন্য আমার একটা মুসলমান নাম নিয়ে লিখতে হবে - এই ধরনের Philosophy তে আমার বিশ্বাস নাই। আমি যা লিখব 'অভিজিৎ রায়' নাম নিয়েই লিখব। ('অসৎ অভিজিতের' জবানবন্দী)

তার এ লেখার পর কি বলা যায় তিনি মুখোশ পড়ে রুদ্র (মোহাম্মদ) হবেন? বিশ্বাস করতে মন চায় না। তাহলে অভিজিৎ রায়কেই প্রশ্নটা সরাসরি করা যাক। আচ্ছা অভিজিৎ, আপনার কম্পিউটারটা কি আর কেহ ব্যবহার করে? তা না হলে যে "সদালাপ ও সুবিধাবাদ" লেখাটার pdf version এর Author field এ নামটা যে দেখালো Avijit Roy. বিশ্বাস করুন আপনার নামটা দেখে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারিনি। আপনার মতো একজন বিশাল মানুষ মুখোশের আড়ালে চলে যাবে ক্ষুদ্র জিয়াউদ্দিনকে ক'টা কটু কথা বলার জন্যে - এতে আপনার মুখচ্ছবি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছ না! এখনও আমি বিশ্বাস করতে চাচ্ছিনা আপনি এ কাজ করবেন - কম্পিউটারের কোন গোলযোগ হয়ে থাকরে দয়া করে প্রকৃত ঘটনাটা পাঠকদের জানাবেন।

সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৩
টরন্টো, কানাডা